প্রতিক্রিয়া

মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি, ভারত সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত

আবুল কাশেম চৌধুরী

১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি আমাদের স্বাধীনতা। স্বাধীনতা অর্জনের ৩ যুগ পার হলো। দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান মুক্তিযোদ্ধারা মানবেতর জীবনযাপন করে চলেছেন। মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি বাংলাদেশ সরকার কোন দায়িত্ব পালন করেনি। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সম্মান প্রদান করতে পারতেন এবং স্বাবলম্বী করতে সহযোগিতা করতে পারতেন। কিন্তু তা করা হয়নি। মুক্তিযোদ্ধার সন্তানরা লেখাপড়ার নিশ্চয়তা পায়নি। মুক্তিযোদ্ধা ও তাদের পরিবার চিকিৎসাসেবা পায়নি। যা বাংলাদেশ সরকারের দেয়া উচিত ছিল। দুর্ভাগ্য বাংলাদেশ সরকার তার কিছুই করেনি। এমনি অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের মিত্র শক্তি ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধার সন্তানদের লেখাপড়া করাতে সাহায্যের হাত প্রসারিত করেছে। চিকিৎসা সেবাদানে পদক্ষেপও নিচ্ছে বলে জানা গেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা করেছিল সেই মিত্র শক্তি মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছে তাদের এ সিদ্ধান্তকে আমরা স্বাগত জানাই।

ভারতীয় সরকার ও ঢাকার হাইকমিশনারকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাতে চাই। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দেশের গরিব মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের লেখাপড়া করাতে শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করছে, ভারত সরকারের আর্থিক সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। একই সঙ্গে সেক্টর কমান্ডার মেজর জেনারেল শফিউল্লাহ বীর উত্তমকে জানাই ধন্যবাদ। উল্লেখ্য, আমাদের মতো অশিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত সাধারণ মানুষের সন্তানরা যদি মুক্তিযুদ্ধে যোগদান না করতাম তাহলে সে যুদ্ধ মুক্তিযুদ্ধ হতো না তা হতো সামরিক ক্যু। সামরিক বিদ্রোহ পাকিস্তান সরকার যে কোন মূল্যে দমন করত এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যকে সামরিক ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচার করা হতো।

তাদের জীবন-লীলা সাঙ্গ হতো। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এর পর সামরিক ও বেসামরিক কর্তারা কে কার আগে প্রমোশন নেবে এবং সুযোগ-সুবিধা আদায় করতে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছিলেন। কে মুক্তিযোদ্ধা নয় সে বাছবিচার করার মতো মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছিলেন আমাদের সামরিক কর্তারা।

বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর সুবিধাভোগীদের দৌরাত্ম্য এত বেড়েছিল যে বলার অপেক্ষা রাখে না। সে প্রতিযোগিতায় আমাদের শ্রদ্ধেয় সেক্টর কমান্ডারদের ভূমিকা খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। বর্তমানে অন্যদের চেয়ে সেক্টর কমান্ডার মে. জে. শফিউল্লাহর ভূমিকা উল্লেখ করার মতো তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের শিক্ষা বৃত্তি প্রদানের ভারত সরকারের সহযোগিতায়। ভারতীয় সাবেক হাইকমিশনার বীণা সিক্রি আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের গরিব মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য নবদিগন্তের সূচনা করেছেন। মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের মধ্যে অনেকেই ভারত সরকারের অনুদানে শিক্ষা বৃত্তি পেয়ে উচ্চশিক্ষার পথ সুগম করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের এ কাজটি করা উচিত ছিল। ভারত সরকার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ সফল করার লক্ষ্যে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছিল। ১ কোটি মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিল, মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, অস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়েছিল এবং মুক্তিযুদ্ধে ১৪ হাজার ৮০০ সেনা সদস্যসহ ২২ হাজার ও ভারতীয় নাগরিক আমাদের মুক্তিযুদ্ধে জীবন উৎসর্গ করেছেন– ভারত সরকার ও ভারতীয় জনগণকে জানাই ধন্যবাদ। সর্বশেষে ২০০৭ সালে অবহেলিত-বঞ্চিত মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের লেখাপড়া করার জন্য শিক্ষা বৃত্তি প্রদান করে মুক্তিযোদ্ধাদের আবার ঋণে আবদ্ধ করায় ভারত সরকার ও ঢাকার হাইকমিশনারকে অন্তরের অন্তস্থল থেকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। উল্লেখ্য, যে মুক্তিযোদ্ধারা বেশিরভাগ গরিব তাদের পক্ষে সন্তানদের শিক্ষা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে না আর্থিক অনটনের কারণে। এমনই সময় মুক্তিযোদ্ধা সন্তানদের জন্য ভারত সরকারের শিক্ষা বৃত্তি প্রদানে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

মুক্তিযোদ্ধারা অতি গরিব, বেশিরভাগ সাধারণ মুক্তিযোদ্ধা তাদের সন্তানদের লেখাপড়া করাতে সক্ষম নন, কোন কোন মুক্তিযোদ্ধা নিজের সন্তানকে লেখাপড়া করাচ্ছেন অতি কষ্টের মধ্য দিয়ে। যেহেতু সহযোগিতা করছেন সেহেতু একজন মুক্তিযোদ্ধার দুই সন্তানকে শিক্ষাবৃত্তি প্রদানে বিনীত অনুরোধ জানাই। আবেদন বিবেচনা করলে মুক্তিযোদ্ধারা উপকৃত হবে। শিক্ষাবৃত্তি সম্ভব হলে আরও বাড়ানো দরকার। আমাদের মনে রাখতে হবে, মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী মুক্তিযোদ্ধারা বেশিরভাগ এসেছেন গ্রামীণ জনপদের অনগ্রসর জনগোষ্ঠী থেকে। সাধারণত গরিব মুক্তিযোদ্ধাদের আর্থিক সাপোর্ট নেই– তারা অনাহারে, অর্ধাহারে থেকেও স্বীয় সন্তানদের লেখাপড়া করাচ্ছেন গরিব থেকে মুক্তি পাওয়ার লক্ষ্যে। বিত্তবানরা টাকা খরচ করার সমর্থ রাখেন, তারা নামিদামি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্তানদের লেখাপড়া করাতে পারেন। গরিব মুক্তিযোদ্ধাদের সে সামর্থ্য নেই। অর্থবিত্ত যাদের নেই তারা অভাব-অনটনের মধ্যে অর্ধাহারে থেকেও নিজ নিজ সন্তানকে লেখাপড়া করাচ্ছেন। তাদের সহযোগিতা করা, বৃত্তি দেয়া উচিত। বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা ফাউন্ডেশন এবং ভারত সরকার বিষয়টি আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করবে বলে গরিব মুক্তিযোদ্ধারা আশা করেন।

[লেখক : সভাপতি, মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি রক্ষা সংসদ, কেন্দ্রীয় কমিটি]

তারিখ ০৩ JUN 2008
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২